সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ

খাজা গরীবে নেওয়াজ
এর কারামত

খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কারামত

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "১৫২ রহমত ভরী হিকায়াত" এর ২৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা শায়খ হোসাইন বিন আহমদ কাওয়াজ বিস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমি **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে দোয়া করি; **হে আল্লাহ্!** আমি স্বপ্নে আবু সালেহ মুয়াযিনকে দেখতে চাই। অতঃপর আমার দোয়া কবুল হলো, আর আমি স্বপ্নে তাকে ভালো অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: হে আবু সালেহ! আমাকে সেখানকার সংবাদ দিন? তখন তিনি বললেন: হে আবুল হাসান! যদি আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাতে পাকের উপর বেশি পরিমাণে দরূদে পাক না পড়তাম, তবে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম। (১৫২ রহমত ভরী হিকায়াত, ২৫১ পৃষ্ঠা)

উন পর দুরূদ জিন কো কাশে বেকাশা কেহে,
উন পর সালাম জিন কো খবর বেখবর কি হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

❁ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ❁ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ❁ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ❁ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব। ❁ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ❁ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

❁ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ❁ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পা করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ❁ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পা করে বয়ান করব। ❁ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ❁ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ❁ কবিতা পা করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

❈ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ❈ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ❈ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সবজেওয়ারের বাদশাহ্‌র তাওবা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভারত সফর কালে যখন হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه সবজেওয়ার এলাকা (বর্তমান ইরানের খোরাসান প্রদেশ) দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه সেখানে একটি বাগানে অবস্থান করলেন, যার মধ্যখানে একটি সুন্দর কূপ ছিলো। এ বাগানটি সবজেওয়ারের বাদশাহ্‌র ছিলো, যে অত্যন্ত অত্যাচারী লোক ছিলো। তার অভ্যাস ছিলো যে, সে নিজের এই বাগানে এসে মদপান করতো এবং মাতাল অবস্থায় খুব শোরগোল করতো। যখন হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নফল নামায আদায় করার জন্য উক্ত বাগানে অবস্থিত কূপ থেকে অযু করতে লাগলেন, তখন রক্ষীরা তাদের বাদশাহ্‌র কঠোরতার অবস্থা বললো এবং আবেদন করলো যে, আপনি এখান থেকে অন্য কোথাও তাশরীফ নিয়ে (চলে) যান, কখনো যেন বাদশাহ্ আপনাকে কোন কষ্ট না দেয়। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বললেন: **আল্লাহ্ তাআলা** আমার রক্ষক ও সাহায্যকারী। এমন সময় বাদশাহ্ বাগানে প্রবেশ করলো এবং সোজা কূপের দিকে চলে আসলো। যখন সে নিজের আনন্দ ফুর্তির জায়গায় এক অপরিচিত দরবেশকে (সাহিবে মা'রিফাতকে) দেখলো, তখন সে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলো এবং সে কিছু বলার আগেই খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এক দৃষ্টি দিলেন আর তার ভাগ্য পাল্টে দিলেন। বাদশাহ্ তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه জালালী তাপ সহ্য করতে পারেনি এবং বেহুঁশ হয়ে জমিনে পড়ে গেলো। খাদেমরা মুখের উপর পানি ছিটিয়ে দিলো। যখনই হুশ আসলো তৎক্ষণাৎ খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর কদমে লুটে পড়লো এবং মন্দ আক্বীদা ও গুনাহ থেকে তাওবা করলো এবং তাঁর হাত মোবারকের উপর বাইয়াত গ্রহণ করলো।

হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইনফিরাদী কৌশিশে সবজেওয়ারের বাদশাহ্র জুলুম এবং অত্যাচারের মাধ্যমে সঞ্চিত সব সম্পদ আসল মালিকদেরকে ফিরিয়ে দিলো এবং খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সংস্পর্শে থাকতে লাগলো। হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কিছু সময়ের মধ্যে তাকে বাতেনী ফয়েয দ্বারা ধন্য করে খিলাফত দান করলেন এবং সেখান থেকে বিদায় নিলেন। (আল্লাহ্ কে খাছ বন্দে আব্দুহু, ৫১১ পৃষ্ঠা, সংকলিত)

দুনিয়া কি হুকুমত দো না দৌলত দো না ছারওয়াত, হার চিজ মিলি জামে মুহাব্বত জু পিলায়া।
কদমু ছে লাগালো মুঝে কদমু ছে লাগালো, খাজা হে জামানে নে বড়া মুঝ কো ছাতায়া।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা দেখলেন তো! খাজায়ে খাজেগান, হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কি পরিমাণে উচ্চ শান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। নিশ্চই এটা তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কারামত ছিলো যে, তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বেলায়াতের দৃষ্টি যখন এক জালিম ও অত্যাচারী এবং মদ পানকারী ব্যক্তির উপর পড়লো, তখন তার অন্তরের দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে গেলো এবং সে আপন গুনাহ এবং মন্দ আক্বীদা থেকে তাওবা করে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সংস্পর্শের বরকতে খোদাভীরুদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলো।

ইস্তেকামাত মায্হাবে ইসলাম পর মিল জায়ে কাশ!
হাত উঠা কর্ কর্ দোয়া খাজা পিয়া খাজা পিয়া!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আসুন! এখন সোলতানুল আরেফীন, খাজায়ে খাজেগান হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে শুনি:

সৌভাগ্যবান জন্মঃ

হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ সায়্যিদ মুঈনুদ্দীন হাসান সান্‌জরী চিশতী আজমেরী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ৫৩৭ হিজরী সনে ইরানের এলাকা সান্‌জরে জন্ম গ্রহণ করেন। (ইক্তিবাসুল আনওয়ার, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)

নাম ও বংশ পরিচিতিঃ

তাঁর رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নাম মোবারক: "হাসান" এবং তিনি نَجِیۡبُ الطَّرَفَیۡن অর্থাৎ- হাসানী ও হোসাইনী সায়্যিদ। তাঁর رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ উপাধী অনেক, কিন্তু প্রসিদ্ধ ও পরিচিত উপাধীগুলোর মধ্যে মুঈনুদ্দীন, খাজা গরীবে নেওয়াজ, সোলতানুল হিন্দ, ওয়ারিছুন্নবী ও আতায়ে রাসূল ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত।

ইয়া মুঈনুদ্দীন আজমেরী! করম কি ভিক দো,
আয পায়ে গাউছ ও রযা খাজা পিয়া খাজা পিয়া।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সম্মানিত পিতা-মাতাঃ

হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা গিয়াছুদ্দীন رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সান্‌জরের আমীর এবং সরদারের মধ্যে গন্য হতেন। অত্যন্ত মুত্তাকী ও ধর্মভীরু এবং খুবই সম্ভ্রান্ত পরিবারের সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এমনকি তাঁর رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সম্মানিত মাতা বিবি মাহনূর رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا ও অধিকাংশ সময় ইবাদত ও রিয়াযতে লিপ্ত থাকেন এমন মহিয়সী রমনী ছিলেন। (আল্লাহ্ কে খাছ বন্দে আব্দুহু, ৫০৬ পৃষ্ঠা, সংকলিত) যখন হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ পনের (১৫) বয়সে পদার্পন করলেন তখন পিতা মহোদয়ের ইন্তেকাল হলো। পৈত্রিক সূত্রে তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ একটি বাগান এবং একটি যাঁতা (অর্থাৎ পানির সাহায্যে চালিত গম পিষার যাঁতা) লাভ করেছিলেন।

www.dawateislami.net

তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সেগুলোকে জীবন ধারণের উপকরণ বানালেন এবং তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নিজেই উক্ত বাগানের পরিচর্যা করতেন এবং গাছে পানি দিতেন।

(মিরআতুল আসরার, ৫৯৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা সেই বাগান ছিলো যেখানে একজন ওলীর আদব ও সম্মান এবং তাঁর খিদমতের কারণে **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁকে رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বিলায়াতের উঁচু স্তরে আসীন করলেন। যেমন- শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ আপন রিসালা "ভয়ানক জাদুকর" এর ১০ পৃষ্ঠায় বলেন: একদিন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বাগানের চারাগুলোতে পানি দিচ্ছিলেন এমন সময় তৎকালীণ প্রসিদ্ধ মাজযূব ওলী হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম কানদুযী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বাগানে প্রবেশ করলেন। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর যখনই দৃষ্টি **আল্লাহ্**র এই মকবুল বান্দার উপর পড়লো, সাথে সাথেই সব কাজকর্ম বন্ধ করে দৌঁড়ে এসে তাঁকে সালাম করলেন এবং হাতে চুম্বন করলেন। অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে তিনি তাঁকে একটি গাছের ছায়ায় বসালেন। অতঃপর অত্যন্ত আদব সহকারে তাজা আঙ্গুরের একটি ডাল এনে তাকে দিলেন এবং দু'জানু হয়ে বসে গেলেন। **আল্লাহ্ তাআলা**র ওলীকে এই নেককার যুবকের আচরণ খুবই সন্তুষ্ট করল। তিনি খুশি হয়ে বগলের (নিচে থলে) থেকে এক টুকরা খৈল (সরিষার তুষ) বের করে মুখে দিয়ে চিবিয়ে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মুখে দিয়ে দিলেন। খৈলের টুকরাটি যখনই গলার নিচে গেল, (তখনই) খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মনের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেল এবং মন থেকে দুনিয়ার মুহাব্বত একেবারে চলে গেল। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বাগান, যাঁতা সহ সব কিছু বিক্রি করে দিলেন। বিক্রিলব্ধ সব টাকা-পয়সা গরীব-মিসকিনদেরকে দান করে দিলেন। এর পর ইলমে দ্বীন অর্জনের উদ্দেশ্যে **আল্লাহ্**র রাস্তায় মুসাফির হয়ে গেলেন।

(মিরআতুল আসরার, ৫৯৩ পৃষ্ঠা)

ইস্তিকামাত মাযহাবে ইসলাম পর মিল জায়ে কাশ!
হাত উঠা কর্ কর্ দোয়া খাজা পিয়া খাজা পিয়া।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৩৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সুলতানুল হিন্দের সফরঃ

সুলতানুল হিন্দ, হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ১৫ বছর বয়সে ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য সফর করা শুরু করলেন এবং সমরকন্দে হযরত সায়্যিদুনা মাওলানা শরফুদ্দীন رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিয়ম মতে ইলমে দ্বীন অর্জন শুরু করলেন। প্রাথমিক ভাবে কুরআন পাক হিফজ করলেন, অতঃপর তাঁর নিকট অন্যান্য ইলম অর্জন করলেন। (আল্লাহ্ কে খাছ বন্দে আব্দুহু, ৫০৮ পৃষ্ঠা, সংকলিত) কিন্তু যত ইলমে দ্বীন অর্জন করতে লাগলেন ইলমের স্বাদ রুচী বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সুতরাং ইলমের পিপাসা মিটানোর জন্য বুখারার দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং বিখ্যাত আলিমে দ্বীন মাওলানা হুসামুদ্দীন বুখারী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। অতঃপর তাঁরই স্নেহের ছায়াতলে তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ অল্প সময়ে তখনকার প্রচলিত সকল ইলমে দ্বীন সমাপ্ত করলেন। তেমনি তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সমরকন্দ এবং বুখারায় সমষ্টিগত ভাবে প্রায় পাঁচ বছর ইলম অর্জন করার জন্য অবস্থান করলেন। (আল্লাহ্ কে খাছ বন্দে আব্দুহু, ৫০৮ পৃষ্ঠা, সংকলিত) অতঃপর

মুর্শিদে কামিলের অন্বেষণে বুখারা থেকে হিজাযের সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। পথে যখন নিশাপুর (ইরানের খুরাসান প্রদেশ) এর পার্শ্ববর্তী এলাকা "হার-ওয়ান" দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং মর্দে-কলন্দর ঐ সময়ের কুতুব হযরত সায়্যিদুনা খাজা ওসমান হার-ওয়ানী চিশতী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সুখ্যাতি শুনলেন তখন তাড়াতাড়ি তাঁর খিদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর সত্যানুরাগী হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে ছিলছিলায়ে চিশতীয়ায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলেন। (মিরআতুল আসরার, ৫৯৪ পৃষ্ঠা) মোটকথা হলো; তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সারা জীবন **রাসূলে হাশেমী, মক্কী মাদানী, হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী সমূহ ব্যাপক ভাবে প্রচার-প্রসার করার জন্য ওয়াকফ করে দিলেন।

তেরী উলফত মে জিয়োঁ তেরী মুহাব্বত মে মরোঁ,
হো করম এ্যয়ছা শাহা! খাজা পিয়া খাজা পিয়া।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৩৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

খাজা সাহেব رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ইবাদতের আগ্রহ এবং সাদা-সিদে জীবন যাপন

হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ অত্যন্ত মুত্তাকী ও খোদাভীরু ছিলেন এবং কেনইবা হবেনা যে, কুরআন করীমে **আল্লাহ্ তাআলা** ওলীগণের আলামত পরহেযগারীতারও উল্লেখ করেছেন। যেমন- **আল্লাহ্ তাআলার** বাণী:

اَلَاۤ اِنَّ اَوۡلِیَآءَ اللّٰهِ لَا خَوۡفٌ عَلَیۡهِمۡ وَ لَا هُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ ﴿۶۲﴾ اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ کَانُوۡا یَتَّقُوۡنَ ﴿۶۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ শুনে নাও! নিশ্চয়ই **আল্লাহ্**র ওলীগণের না কোন ভয় আছে, না কোন দুঃখ। ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং খোদাভীতি অবলম্বন করে।

(পারা- ১১, সূরা- ইউনুস, আয়াত- ৬২-৬৩)

অতএব, তাঁর رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর পরহেযগারীতা সম্পর্কে বয়ান করা হয়েছে যে, তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সর্বদা অযু সহকারে থাকার অভ্যস্থ ছিলেন। অধিকাংশ সময় **আল্লাহ্ তাআলার** স্মরণে মগ্ন থাকতেন এবং চোখগুলো বন্ধ রাখতেন। তাঁর رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তিলাওয়াতের উৎসাহ এবং ইবাদতের আগ্রহ ধারণা এ কথা থেকে করা যায় যে, প্রতি দিন একবার এবং প্রতি রাত্রে একবার কুরআন শরীফ খতম দিতেন, শুধু তাই নয় প্রত্যেকবার কুরআন শরীফ খতম দেয়ার পর অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসতো যে, "আমি তোমার কুরআন খতম কবুল করেছি"। তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ রাতগুলো ইবাদতে অতিবাহিত করতেন এবং দিনে রোযা অবস্থায় অতিবাহিত করতেন। শুধুমাত্র সন্ধ্যা বেলায় অল্পটুকু শুকনা রুটি পানিতে ভিজিয়ে আহার করতেন। অধিকাংশ সময় ইশার অযু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করতেন। তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এমন সাদা-সিদে জীবন জাপন করতেন যে, পোশাকে তালি থাকতো, কিন্তু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করতেন। **(সীরুল আকত্বাব, ১৩৬ পৃষ্ঠা সংকলিত)**

www.dawateislami.net

দিল ছে দুনিয়া কি মুহাব্বত কি মুসীবত দূর হো,
দে দো ইশ্‌কে মুস্তফা খাজা পিয়া খাজা পিয়া।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৩৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রওজায়ে আকদাস হতে মুঈনুদ্দীন উপাধী লাভ

যখন হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ হাসান সান্‌জরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه আপন পীর মুর্শিদ হযরত সায়্যিদুনা খাজা ওসমান হার-ওয়ানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه থেকে দয়ায় ও বরকত অর্জন করে **আল্লাহ্ তাআলার** দানে বিলায়াতের মর্যাদায় আসীন হলেন, তখন তাঁর অনুমতিক্রমে সফরে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সফর কালীন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه যেখানে অবস্থান করতেন, যদি সেখানে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه সামান্যতম খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তো, তখন তিনি অন্য কোথাও তাশরীফ নিয়ে (চলে) যেতেন। এভাবে বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه মক্কায়ে মুকার্‌রমায় পৌঁছলেন এবং কিছু দিন সেখানে অবস্থান করার পর মদীনা মুনাওয়ারায় চলে আসলেন এবং রওজায়ে রাসূলের যিয়ারতে ধন্য হলেন এবং রওজার পাশেই স্থায়ী ভাবে থাকা শুরু করলেন। একদিন **সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন নবীয়ীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে এ শুভ-সংবাদ লাভ করলেন যে, হে মুঈনুদ্দীন তুমি আমার ধর্মের মুঈন (অর্থাৎ দ্বীনের সাহায্যকারী)। তোমাকে ভারতের বিলায়াত দান করা হয়েছে, আজমীর যাও, তোমার উপস্থিতিতে বে-দ্বীনি দূর হবে এবং ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। (সীয়ারুল আকত্বাব, ১৪২ পৃষ্ঠা সংকলিত) সুতরাং, হযরত সায়্যিদুনা সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه মদীনাতুল হিন্দ আজমীর শরীফ তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ধারাবাহিক প্রচেষ্ঠায় মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আসতে লাগলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হিন্দ স্থানের জমিনে বহু বছর ধরে **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদত করা হতো না, জুলুম ও অত্যাচার, অধিকার হরণ এবং খুন ও লুটপাঠ কে মান ও সম্মান মনে করা হতো, তাই **নবীয়ে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নির্দেশে যখন হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবের নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ হিন্দুস্থানের জমিনে তাশরীফ নিলেন তখন সেখানকার অপরিচিত পরিবেশ এবং বিপদ সংকুল অবস্থার মধ্যে দৃঢ়তার পাহাড় হয়ে বাতিল শক্তির মোকাবেলা করলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ধারাবাহিক প্রচেষ্ঠায় পরিবর্তন আসতে থাকে এবং হিন্দুস্থানে চতুর্দিকে ইসলামের পতাকা উড়তে লাগল।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে এ কথাটি ও স্বরণ রাখা উচিত যে, খাজায়ে হিন্দ হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ যখন হিন্দুস্থানে ইসলামের বাতি আলোকিত করার জন্য তাশরীফ আনেন, তখন নিজের সাথে সজ্জিত সৈন্যবহর, তীর ও তরবারী বা কোন রকমের হাতিয়ার কখনো সঙ্গে নিয়ে আসেন নি। বরং ইসলামী সংস্কৃতি, সুন্দর চরিত্র এবং মহান আদর্শ সঙ্গে নিয়ে আসেন, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কুরআনের আয়াত, নবীর হাদীস এবং বুযুর্গানে দ্বীনের বাণী সমূহ দ্বারা মানুষকে সংশোধন করেন। তাঁর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বরকতময় মজলিশ সমূহে শরীয়াত ও তরীকত এবং হাকীকত ও মারিফাতের দিকে লোকদের কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হতো শুধু তাই নয় ফরয ও সুন্নাত, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা সত্য ও নিষ্টার, **আল্লাহ্**র ভয় ও নবীর মুহাব্বত এবং **আল্লাহ্** সৃষ্টির সেবা ও ভালাবাসার শিক্ষা দেয়া হত। যেমন-

একদা লোকেরা তাঁর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ খিদমতে এ প্রশ্ন করলো যে, সেটা কোন নেক আমল, যেটা বান্দাকে দোযখের আযাব হতে রক্ষা করবে? তখন তিনি বললেন: অসহায়দের সাহায্য করা, অভাবীদের অভাব পূরণ করা এবং ক্ষুধার্তদেরকে খাওয়ানো। অতঃপর বললেন: যার মধ্যে তিনটি স্বভাব থাকবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার সাথে বন্ধুত্ব রাখবেন (১) সমুদ্রের মত দানশীলতা (২) সূর্য্যের মত সার্বজনীনতা এবং (৩) মাটির মত বিনয়ভাব। (সিয়ারুল আকতাব, ১৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী আজমীরি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ অনেক জাহেরী ও বাতেনী গুনাবলীর অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে অত্যন্ত মহান মর্যাদা বান বুযুর্গ ও **আল্লাহ্ তাআলার** সম্মানিত ওলী ও ছিলেন। তাঁর رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ দয়ার দৃষ্টিতে শুধু অনেক পাপী তাওবা করেনি বরং লক্ষ লক্ষ অমুসলিম ও তাঁর رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সত্য হাতের উপর ইসলাম ও কবুল করেছে। আসুন! খাজা সাহেবের কতিপয় ঈমান তাজাকারী কারামত শুনি, কিন্তু তার পূর্বে কারামতের সংজ্ঞা হৃদয়ে গেঁথে নিই। যেমন-

কারামতের সংজ্ঞা

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বাহারে শরীয়াতে কারামতের সংজ্ঞায় বলেন: অলী হতে অস্বাভাবিক কোন বিষয় প্রকাশ হওয়া, তাকে কারামত বলে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১/৫৮) তেমনি কারামতের হুকুম বর্ণনা করে বলেন: আউলিয়া গনের কারামত সত্য, সেটা অস্বীকার কারী পথভ্রষ্ট। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১/২৬৯) শায়খুল হাদিস হযরত আল্লামা মাওলানা মুফ্‌তী আব্দুল মুস্তাফা আযমী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: খোদাভীরু মু'মিন হতে যদি কোন এমন অস্বাভাবিক ও আশ্চার্য জনক বিষয় প্রকাশ হওয়া বা সাধারণত স্বাভাবিক ভাবে হয়ে থাকে না, তবে তাকে কারামত বলে। এ ধরণের বিষয় যদি নবীগণ عَلَیۡہِمُ السَّلَام থেকে নবুয়্যত ঘোষনার পূর্বে প্রকাশ পায় তা "ইরহাস" এবং নবুয়্যত প্রকাশের পর হলে তা "মু'জিযা" বলা হয়। আর যদি সাধারণ মু'মিনদের থেকে এই জাতীয় কোন বিষয় প্রকাশ পায় তাকে "মাউনাত" বলে। আর কাফির হতে কখনো তার আকাঙ্কা অনুযায়ী এ জাতীয় কোন বিষয় প্রকাশ পেলে তাকে "ইস্তিদ্‌রাজ" বলে। (কারামতে সাহাবা, ৩৬ পৃষ্ঠা) পরিপন্থী অভ্যাস দ্বারা উদ্দেশ্য সে কাজ যেটা সাধারণত কোন মানুষ থেকে প্রকাশ হয় না যথা- বাতাসে উড়া, পানির উপর চলা ইত্যাদি কাজ সমূহ কেননা সাধারণত মানুষ না বাতাসে উড়তে পারে এবং না পানির উপর চলতে পারে। (ফয়যানে মাযারাতে আউলিয়া, ৪৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

অলীর সংজ্ঞা

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা সা'দুদ্দীন মাসউদ বিন ওমর তাফ্তাযানী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: অলী সে ব্যক্তিকে বলে, যে যথা সাধ্য **আল্লাহ্ তাআলা** এবং তাঁর গুণাবলীর মা'রিফাত (পরিচয়) জানে, ইবাদতের পাবন্দী করে এবং সব ধরণের গুনাহ, স্বাদ ও কুপ্রবৃত্তি হতে বেঁচে থাকে। (শরহুল আকায়েদ, কারামতুল আউলিয়া হক, ৩১৩ পৃষ্ঠা)

তু আপনি বিলায়ত কি খয়রাত দে দে,
মেরে গাউছ কা ওযাছেতা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আসুন এখন খাজা সাহেব رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর কতিপয় ঈমান তাজাকারী কারামত শুনি:

নির্দোষ নিহত ব্যক্তিকে পূনরায় জীবিত করলেন

একদা এক বিচারক এক ব্যক্তিকে নির্দোষভাবে ফাঁসীতে ঝুলালো। নিহত ব্যক্তির মা কেঁদে কেঁদে হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর খিদমতে সাহায্যের জন্য হাজির হলো এবং বলতে লাগল যে, বিচারক আমার ছেলেকে নির্দোষভাবে ফাঁসীতে ঝুলিয়েছে, **আল্লাহ্**র ওয়াস্তে আমাকে সাহায্য করুন। খাজা সাহেব رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সে সময় ওযু করছিলেন, আহাজারী শুনে আপন লাঠি মোবারক হাতে নিলেন এবং সে মহিলার সাথে তার নিহত ছেলের দিকে রওয়ানা হলেন, মুরীদগণ সাথে সাথে চলতে লাগল যে, দেখি আজ অদৃশ্যের পর্দা হতে কি ঘটনা প্রকাশ পায়। যখন তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সে নিহিত ব্যক্তির নিকট পৌছাঁলেন তখন বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তার লাশটি দেখছিলেন এবং পরে লাঠি দ্বারা তার ঘাড়ে স্পর্শ করে বললেন যে, হে মজলুম! যদি সত্যিই তোমাকে নির্দোষ ভাবে মারা হয়ে থাকে, তাহলে **আল্লাহ্ তাআলা**র নির্দেশে জীবিত হয়ে যাও। মুখ মোবারক থেকে এ শব্দগুলো বের করতে দেরি নেই মৃত ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো এবং তাঁর رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কদমে লুটে পড়লো,

www.dawateislami.net

তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাকে তার মায়ের সাথে যাওয়ার অনুমতি দিলেন এবং অতঃপর নিজের মুরীদদেরকে বললেন: মু'মিন বান্দার আপন প্রতিপালকের সাথে এতটুকু সম্পর্ক অব্যশই হওয়া উচিৎ যে, সে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে কোন দরখাস্ত করে আর সেটা কবুল হয়ে যায়। (সীয়ারুল আকতাব, ১৪২ পৃষ্ঠা)

কাশ! ক্বিচমত ছে মদীনে মে শাহাদাত পাও মে,
হাত উটাকর কর দোয়া খাজা পিয়া খাজা পিয়া।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৩৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

তাজুল আশিকীন, সুলতানুল আরেফীন হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর কারামত সমূহ থেকে একটি কারামত এটি ও যে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁকে দূর-দূরান্তের আওয়াজ শুনার মহান নেয়ামত দান করেছেন। আর কেন এমন হবে না যে, তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তো **আল্লাহ্ তাআলার** মাহবুব ও নিকটর্বতী অলীদের থেকে একজন এবং **আল্লাহ্ তাআলা** যাকে নিজের বন্ধু বানিয়ে নেয়, তবে মুস্তাফার সদকায় তাঁর জন্য দূরে ও কাছের আওয়াজ শুনা বা বিষয়গুলো দেখে নেয়াতে সামান্য তম ও অসুবিধা হয় না। যেমন-

আল্লাহ্ তাআলার প্রিয়দের মর্যাদা

তাজেদার হারম, রহমতে আলম, রাসূলে আকরাম صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: যে আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা পোষন করবে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি এবং আমার কোন বান্দা ফরয সমূহ আদায় করা থেকে অধিক পছন্দনীয় বিষয় দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করেনি এবং আমার বান্দা নফল সমূহ দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি আমি তাকে আমার বন্ধু বানিয়ে নিই। আর যখন আমি তাকে বন্ধু বানাই, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শুনে, তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে।

www.dawateislami.net

যদি সে আমার থেকে কিছু চায় তাহলে আমি তাকে অবশ্যই দান করি এবং যদি কোন বস্তু থেকে আমার আশ্রয় চায়, তাহলে আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দান করি।

(বুখারী, কিতাবুররিকাক, বাবুত তাওয়াযু, ৪/২৪৮, হাদীস- ৬৫০২)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের অর্থ এবং মাহবুবিয়্যতের (বন্ধুত্বের) পদের মহাত্ম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: বান্দা যখন নেক কাজ করার অভ্যস্থ হয়, তখন সে এমন উঁচু স্থানে গিয়ে পৌঁছে যে, যার সম্পর্কে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: আমি তার কান ও চোখ হয়ে যাই (**আল্লাহ্ তাআলার** নিজ বান্দার কান, চোখ, হাত এবং পা হয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য এই) **আল্লাহ্ তাআলার** জালালিয়তের নূর যখন সে প্রিয় বান্দার কানে পৌঁছে, যার বরকতে সে দূরে ও নিকটের সকল আওয়াজকে শুনে। যখন সে নূর তার চোখে অনুপ্রবেশ করে, তখন সে দূরে ও নিকটের সকল জিনিসকে দেখে এবং সেই নূর যখন প্রিয় বান্দার হাতে পৌঁছে, তখন সে দূর ও কাছের অসাধ্য থেকে অসাধ্য কাজকে সমাধান করতে সামর্থ্য রাখে। (তাফসীরে কবীর, সূরা কাহাফ, ব্যাখ্যা আয়াত ৯-১৩, ৭/৪৩৬) আসুন! দূরবর্তী আওয়াজ শুনে নেওয়ার সম্পর্কিত তাজুল মুকার্‌রাবীন, রাহনুমায়ে কামেলীন, হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর একটি কারামত আপনাদের শুনাচ্ছি: যেমন-

দূরবর্তীর আওয়াজও শুনে নিলেন

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১০৬ পৃষ্ঠা সম্ভলিত কিতাব "গাউছে পাক কে হালাত" এর ৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: যে সময় হুযুর সায়্যিদুনা গাউছে আযম رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বাগদাদে মুকাদ্দাসে বলেন: قَدَمِیۡ هٰذِهٖ عَلٰی رَقَبَةِ كُلِّ وَلِیِّ اللّٰه অর্থাৎ আমার এই কদম **আল্লাহ্ তাআলার** প্রত্যেক ওলীর ঘাড়ের উপর। তখন সে সময় হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমেরী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নিজের যৌবনের সময় খোরাসানের পাহাড়ে ইবাদত করতেন। ঐদিকে বাগদাদ শরীফে বলেছেন এবং এ দিকে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নিজের মাথা ঝুকিয়ে নিলেন এবং এতটুকু ঝুকালেন যে,

www.dawateislami.net

মাথা মোবারক জমিনে পৌঁছে গেছে অতঃপর বললেন: بَلْ قَدَمَاكَ عَلٰى رَاْسِىْ وَعَيْنِىْ অর্থাৎ বরং আপনার উভয় পা আমার মাথা ও আমার চোখের উপরও।

জব ছে তুনে কদমে গাউছ লিয়া হে ছর পর,
আউলিয়া ছর পর কদম লেতে শাহা তেরা।
না কিউ কর সলতনত দোনো জাহাঁ কি উনকো হাছিল হো,
ছরো পর আপনে লেতে হে জু তালওয়া গাউছে আযম কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শান ও মর্যাদা এবং মুহাব্বত ও বিশ্বাস দ্বারা বক্ষকে আলোকিত করা, ফয়যানে আউলিয়া দ্বারা কিক্ত হওয়া এবং নিজের অন্তরে ইলম ও আমলের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। তেমনি যেলী হালকার **১২**টি মাদানী কাজে অগ্রগামী হয়ে অংশগ্রহণ করি। যেলী হালকার **১২**টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ "চৌক দরস"। দরস ও বয়ানের মাধ্যমে মানুষের নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং মন্দ কাজ হতে বাধা দানকারীরও কি সুন্দর মর্যাদা রয়েছে। যেমন- **আল্লাহ্ তাআলা** হযরত সায়্যিদুনা মুছা কালীমুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নিকট ওহী নাযিল করলেন যে, যে সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ হতে বাধা দেবে এবং মানুষদেরকে আমার আনুগতের দিকে আহ্বান করবে সে কিয়ামতের দিন আমার আরশের ছায়াতলে থাকবে। (হিলয়াতুল আউলিয়া, কা'বুল আখবার ৬/৩৬, নাম্বার! ৭৭১৬ সংকলিত) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ হতে বিরত রাখা দ্বীনের কুতুমে আযম, (অর্থাৎ এমন এক গুরুত্বপূর্ণ রূকন যে, এর সাথে ধর্মের সকল বিষয় সম্পৃক্ত) এগুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য **আল্লাহ্ তাআলা** সকল নবী عَلَيْهِمُ السَّلَام কে প্রেরণ করেছেন। (ইহ্য়াউল উলুল, কিতাবু আমরি বিল মা'রুফ ওয়াল্লাহয়ু আনিল মুনকার, ২/৩৭৭) আসুন! উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য চৌক দরসের একটি মাদানী বাহার শুনি: যেমন-

www.dawateislami.net

রানা বদমাশঃ

উত্তরাঞ্চল (ভারত) প্রদেশের এক বিশ বছরের যুবক ইসলামী ভাই যা কিছু লিখে দিয়েছে তার কিছু পরিবর্তনের সাথে আপনার খিদমতে উপস্থাপন করছি: আমি অসৎ সংস্পর্শের কারণে প্রিয় চৌদ্দ বছর বয়সে অপরাধ প্রবণতার জালে ফেঁসে যায়। মদ পান এবং মহিলাদের পিছনে পিছনে ঘোরাঘুরি করা আমার পছন্দনীয় ব্যস্ততা ছিলো। অতঃপর আমি বদমাশী শুরু করি, মানুষের সাথে অনর্থক মারামারি করা, লড়াই করা আমার অভ্যাসে পরিণত হলো, এমনকি আমাকে "রানা বদমাশ" নামে চিনতে লাগলো। আমি বয়সে অব্যশই ছোট ছিলাম, কিন্তু নির্ভয়ে আমি প্রতিপক্ষের উপর একের পর এক আক্রমন করা শুর করে দিতাম। চতুর্দিকে আমার বদনাম ছড়িয়ে পড়লো, লোকেরা আমার নাম শুনে ভয় করতে লাগল। আমার পিতা মাতা আমার থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আমি বেপরোয়া ছিলাম। আমার মন্দ কাজ দিন দিন বাড়তে লাগল। একদা গলির পাশে এক সবুজ পাগড়ী ওয়ালা ইসলামী ভাইকে চৌক দরস দিতে দেখে আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, যা কিছু শুনলাম তা আমার খুব ভাল লাগল। আমি কিতাবের উপর দৃষ্টি দিলাম তাতে "ফয়যানে সুন্নাত" লিখা ছিল। দরস প্রদানকারী ইসলামী ভাই আমার সাথে অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে সাক্ষাত করলেন এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে মাদানী কাফেলায় সফরের দাওয়াত দিলেন, "ফয়যানে সুন্নাতের" দরস দ্বারা আমার ভিতর হৈচৈ পড়ে গেল, অতএব আমি অঙ্গীকার করলাম এবং আশিকানে রাসূলের সাথে ৩ (তিন) দিনের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করে "জংকপুর" পৌছিঁলাম এবং আরো আরে অতিরিক্ত ৩ (তিন) দিনের জন্য **আল্লাহ্**র রাস্তায় "জগন্নাত পুর" মাদানী কাফেলায় মুসাফিরদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরের সৌভাগ্য অর্জন করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ চৌক দরস এবং মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্যের বরকতে আমার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে গেল, আমি অতীতের গুনাহ সমূহ হতে তাওবা করলাম এবং দাঁড়ী শরীফ সাজানোর ও নিয়্যত করলাম। দোয়া করুন যাতে **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে স্থায়ীত্ব দান করেন। আমার পরিবারে লোকজন আমার ভিতর আগত এমন মাদানী পরিবর্তনের কারণে অত্যন্ত খুশি হলেন।

www.dawateislami.net

আমার সম্মানিতা মাতা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জন্য খুব দোয়া করলেন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমার সাথে আমার পরিবারের সকলে সিলসিলয়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে ছরকারে বাগদাদ, হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর গোলামীর মালা/ রশি নিজের গলায় পরলেন।

বখ্‌ত খোল জায়েঁগে, কাফেলা মে চলো,
যুরম ধুল জায়েঁগে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আগুন মুঈনুদ্দীনের জুতাকেও জ্বালাতে পারলো না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর এখন এমন একটি কারামত শুনি যে, যার বরকতে অনেক অমুসলিম ইসলামের ছায়তলে প্রবেশ করে এবং তাঁর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ খিদমতে থেকে **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রিয় বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। যেমন- একদা কিছু অমুসলিম হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দরবারে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হলো। যখন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাদের প্রতি দৃষ্টি দিলেন তখন তাঁর ভয়ে সে লোকেরা কাঁপতে লাগল এবং তাদের চেহারা হলুদ বর্ণের হয়ে গেল, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাদেরকে গাইরুল্লাহ এর ইবাদত থেকে ফিরে আসা এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র ইবাদত করার দাওয়াত দিতে গিয়ে বলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত **আল্লাহ্ তাআলা**র ইবাদত করবে না, দোযখের আগুন থেকে মুক্তি পাবে না। নিকটে ই আগুন জ্বলছিল, তাই তারা বলল: হে খাজা! আপনি তো **আল্লাহ্ তাআলা**র ইবাদত করেন, তাই না, যদি এই আগুন আপনাকে না জ্বালায় তাহলে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। খাজা সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: **আল্লাহ্ তাআলা**র হুকুমে এই আগুন মুঈনুদ্দীনকে তো দূরের কথা, তার জুতাও জ্বালাতে পারবে না, এ বলে তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ আপন জুতাগুলো আগুনে ফেলে দিলেন এবং বললেন: হে আগুন! মুঈনুদ্দিনের জুতাগুলো হিফাজত করো, এটা বলতে না বলতে আগুন নিভে গেলো এবং সেখানে উপস্থিত সকলে এ আওয়াজ শুনলো:

www.dawateislami.net

"আগুনের কি ক্ষমতা যে, আমার বন্ধুর জুতা জ্বালাতে পারে" এমন ঈমান তাজাকারী দৃশ্য দেখে ঐ সকল অমুসলিম কলেমা পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো এবং তারা তাঁর খিদমতে থেকে আউলিয়ায়ে কামেলীন হয়ে গেলেন। (ইকতিবাসুল আনওয়ার, ৩৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

এক ধর্মীয় নেতার ইসলাম গ্রহণ

হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡه নিজের চল্লিশ (৪০) জন অনুসারীদের সাথে যখন হিন্দের শহর আজমীর তাশরীফ নিলেন (এলেন) তখন প্রথমত: শহরের বাহিরে একটি ময়দানে বৃক্ষের ছায়াতলে যাত্রা বিরতি করলেন, কিন্তু যেহেতু সেখানে আজমীরের এক অমুসলিম রাজার উটগুলো বসানো হতো, তাই রাজার লোকেরা বলাতে তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡه সে খানে থেকে উঠে গেলেন এবং আজমীরের "আনা সাগর" নামক প্রসিদ্ধ পুকুরে এসে অবস্থান করলেন এবং **আল্লাহ্** ইবাদতে লিপ্ত হয়ে গেলেন, কিন্তু সেখানে ও রাজার সাথীরা তাঁকে رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡه কষ্ট দেওয়া আরম্ভ করলো, এমন কি একদা রাজার সাথীদের অন্তরে ঘৃণা ও শত্রুতার এমন আগুন জ্বলে উঠল যে, সে হতভাগ্যরা অস্ত্রদ্বারা সজ্জিত হয়ে আক্রমন করতে আসল, সে সময় তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡه নামাযে রত ছিলেন, নামায হতে অবসরের পর যখন খাদিমগণ অস্থির অবস্থায় তাঁকে সে ব্যাপারে বলল, তখন তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡه এক মুষ্টি মাটি উঠালেন এবং আয়াতুল কুরছি পরে সেটার উপর ফুঁক দিলেন এবং সে দূর্ভাগাদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন, সে মাটি যে ব্যক্তির উপর পড়ল, সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, যখন তাদের সাথীরা এ দৃশ্য দেখল তখন ভয়ে তারা সেখানে থেকে পালিয়ে গেল এবং তাদের এক ধর্মীয় নেতার সামনে গিয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলো এবং তার কাছ থেকে সাহায্যের আবেদন করলো, প্রথমে সে চুপ রইলো, অতঃপর অনেকক্ষণ পর বলতে লাগলো: নিশ্চয়ই সে দরবেশ আপন ধর্মের অনেক বড় বুযুর্গ এবং পরিপূর্ণতার মালিক, অতঃপর তাঁর মোকাবেলা শুধু যাদু দ্বারা করা যাবে। অতঃপর সে তাদের সকলকে একটা মন্ত্র শিখিয়ে বললো: আমার সাথে চলো এবং এ মন্ত্রটা পড়তে থাক,

যখন সে লোকেরা আনা সাগরের নিকট পৌছঁল তখন তাদের ধর্মীয় নেতার পিছনে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়তে লাগলো, খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর একজন মুরীদ তাদের মন্ত্র পড়তে দেখল তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে জানিয়ে দিলেন, তিনি বললেন: তাদের ভন্ড যাদু আমাদের উপর কখনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে না, বরং اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তাদের এই ধর্মীয় নেতা সঠিক রাস্তায় এসে যাবে, এটা বলে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নামাযে রত হলেন, নামায হতে অবসর নেওয়ার পর যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাদের দিকে দৃষ্টি দিলেন, তখন তাদের নেতা থরথর করে কাপঁতে লাগল এবং তার মুখ থেকে رَحِيْم رَحِيْم এর ধ্বনি বের হতে লাগল, যখন সে অমুসলিমরা এটা শুনল তখন তাকে ভাল মন্দ বলতে লাগল, তাদের র্দূব্যবহারের কারণে সে রাগান্বিত হলো এবং যে বস্তুটা হাতে পেল সেটা দিয়ে নিজ সঙ্গীদের উপর আক্রমন করতে লাগল, যার ফলে তারা সবাই প্রাণ রক্ষা করে সেখান থেকে পালিয়ে দাড়াল, হযরত সায়্যিদুনা খাজা ছাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অনুসারীরা নিরবে এক পাশে দাঁড়িয়ে এই সম্পূর্ণ ঘটনা দেখছিলো, অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের খাদিমের হাতে পানি ভর্তি একটা পাত্র তাকে পান করার জন্য দিলেন, যেটা পান করতেই তার অন্তর হতে কুফর ও শিরকের অন্ধকার সমূহ দূর হয়ে গেল এবং সে দৌড়ে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কদমে পড়ে ইসলাম গ্রহণ করলো, ইসলাম গ্রহণের পর সে হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে আরজ করলেন আপনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নূরানী সৌন্দর্য দেখে আমার শাদী (অর্থাৎ খুশি) অনুভূতি হলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: ঠিক আছে। তাই আজ থেকে আমার তোমার নাম শাদী রাখলাম।

(সিয়ারুল আক্তাব, ১৪৩-১৪৪ পৃষ্ঠা সংকলিত)

দিলছে দুনিয়া কি মুহাব্বত কি মুসিবত দূর হো,
দে-দো ইশ্‌কে মুস্তাফা খাজা পিয়া খাজা পিয়া।
তেরী উলফত মে জিয়ূ তেরী মুহাব্বত মে মরুঁ,
হু করম এয়ছা শাহা! খাজা পিয়া খাজা পিয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ্**র ওলীদের তবলীগের (ইসলাম প্রচারের) ধরণ কেমন চমৎকার যে, এ হযরতগণ কঠিন হতে কঠিনতর অবস্থাতে ও ধৈর্য ও দৃঢ়তার দামন হাতছাড়া করের না, বরং **আল্লাহ্**র রাস্তায় আগত কষ্ট সমূহকে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি মনে করে হাসি- খুশিতে সহ্য করে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাজারাতে আউলিয়া মজলিশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** বিশ্ব ব্যাপী নেকীর দাওয়াতের প্রচার করা, সুন্নাতের সাড়া জাগানো করা, ইলমে দ্বীনের বাতি জ্বালানো এবং মানুষদের অন্তরে আউলিয়া **আল্লাহ্**র মুহাব্বত ও বিশ্বাস বাড়ানোতে লিপ্ত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ পৃথিবীর কম বেশী ২০০ (দু'শত) রাষ্ট্রে মাদানী বার্তা পৌঁছে গেছে সমগ্র পৃথিবীতে সুশৃঙ্কল পদ্ধতি তে মাদানী কাজ করার ১০০ এর অধিক বিভাগ প্রতিষ্টিত হয়েছে। সেগুলো হতে একটি বিভাগ "মাজারাতে আউলিয়া মজলিশ"। উক্ত বিভাগের জিম্মাদার গণ মাদানী কাজের সাথে সাথে বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এর মাজার শরীফে হাজির হওয়া বিভিন্ন ধর্মীয় খিদমতের বন্দোবস্ত করা, যেমন- যথা সাধ্য সাহিবে মাজারের ওরছের সময় ইজতিমায়ে যিকর ও না'তের আয়োজন করা, মাজার সংলিষ্ট মসজিদগুলোতে আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলা অবস্থান করা এবং বিশেষ করে ওরছের দিনগুলোতে মাজার শরীফের এরাকায় সুন্নাতে ভরা মাদানী হালকা লাগানো, যে হালকাগুলোতে অযু, গোসল, তায়াম্মুম, নামায ও ইছালে সাওয়াবের পদ্বতি মাযারগুলোতে হাজেরীর আদব এবং **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত সমূহ শিখানো হয় তেমনি ভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ, মাদানী কাফেলায় সফর এবং মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের প্রতি উৎসাহ ও দেওয়া হয়, ওরছের দিনগুলোতে ছাহিবে মাযাবের খিদমতে অসংখ্য ইছালে সাওয়াবের উপহার সমূহ পেশ করা তেমনি সম্মানিত সাহিবে মাযারের সাজ্জাদানশীল, খলীফাগণ এবং

www.dawateislami.net

মাযাবের মোতাওয়াল্লি সাহেবদের সাথে সময় সময় সাক্ষাৎ করে তাঁদের কে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র (খিদমত) সেবা সমূহ, জামিয়াতুল মাদানী ও মাদ্‌রাসাতুল মাদীনা সমূহ এবং বহিরাগত দেশে যে সকল মাদানী কাজ সমূহ হচ্ছে সেগুলো অবহিত করানোর চেষ্ঠা ও করা হয়।

আল্লাহ্ করম এ্যয়ছা করে তুঝপে জাহাঁ মে,
এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধূম মাচী হো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! খাজা সাহেব رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর আরো একটি কারামত সর্ম্পকে শুনি যে, যাতে তিনি গায়বের সংবাদ দিতে গিয়ে এক অমুসলিম রাজার ক্ষমতা পতনের আগাম সংবাদ দিয়ে দেন যেমন-

তোমার মুখ থেকে যা বের হয় তা বাস্তবে হয়ে থাকে

আজমীরের রাজ্য রাষ্ট্রিয় ক্ষমতায় যখন মুসলমানদের কে কষ্ট দেয়া শুরু করলো, তখন তার কুফরী হতে ফিরে না আসা এবং মুসলমানদের উপর অন্যায়ভাবে জুলুম ও কষ্ট দেয়ার কারণে একদা হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ জালালী অবস্থায় এসে তার ব্যাপারে বললেন: যদি সে অন্যায় হতে ফিরে না আসে, তাহলে জীবিত অবস্থায় ইসলামী সৈনিকদের নিকট অর্পন করে দেওয়া হবে এবং অতঃপর সেটাই হলো। যেমন-

সুলতান শাহাবুদ্দীন গৌরী একদা স্বপ্নে নিজেকে খাজা সাহেব رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সামনে পেলেন এবং খাজা সাহেব رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে এটা বলতে শুনেছেন: হে শাহাবুদ্দীন! **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে ভারতের রাজত্ব দান করেছেন, তাই এখানে এসে এ জালিম রাজাকে তার কৃতর্কমের শাস্তি দাও, যখন সুলতার শাহাবুদ্দীন জাগ্রত হয়ে নিজের দরবারে উচুঁ স্থানীয় লোকদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করলেন তখন সকল তাঁকে হিন্দের বিজয় লাভের সুসংবাদ দিলেন,

www.dawateislami.net

তাই তিনি নিজের সৈন্যদলকে সাথে নিয়ে হিন্দুস্থানের দিকে রওয়ানা হলেন এবং আজমীর পৌঁছে তিনি রাজার সাথে কয়েকটি যুদ্ধে লড়লেন। যেগুলোর ফলে রাজা শেষ পর্যন্ত শিক্ষনীয় পরাজয় হলো এবং খাজা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর আদেশ মতো তাকে জীবিত গ্রেপ্তার করে সুলতান গৌরীর সামনে পেশ করা হলো।

(সিয়ারুল আকতাব, ১৪৮ পৃষ্ঠা। আনীসুল আরওয়াহ, ১২০ পৃষ্ঠা)

তোমারে মুহ্ ছে জু নিকলি ওহ্ বাত হো কে রহী,
কাহা জু দিন কো কে শব হে তো রাত হো কে রহী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

খাজায়ে খাজেগান, খাজায়ে আজমীর হযরত সায়্যিদুনা খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী আজমীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে: তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজ কারামত দ্বারা রাতের সংক্ষিপ্ত অংশে আজমীর শরীফ হতে সহস্রমাইল দূরে মক্কায়ে মুকার্‌রামার পূণ্য ভূমিতে তাশরীফ নিতেন এবং সারা রাত খানায়ে কা'বার তাওয়াফে রত থাকতেন এবং ফযরের আগে আগে আপন হুজরা শরীফে ফিরে আসতেন যেমন

প্রত্যেক রাতে খানায়ে কা'বার তাওয়াফ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাক্‌তাবাতুল মাদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩১ পৃষ্ঠা সম্বলিত "ফয়যানে খাজা গরীবে নেওয়াজ" এর ২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কোন মুরীদ বা ভক্ত যদি হজ্জ বা ওমরার সৌভাগ্য অর্জন করতো এবং কা'বা শরীফ তাওয়াফের জন্য হাজির হতো তখন দেখতো যে, খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কা'বা শরীফ তাওয়াকে রত রয়েছেন ঐ দিকে ঘরের বাসিন্দা গণ এবং অন্যান্য বন্ধু মহল এমন ধারণা করতো যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আপন হুজুরা শরীফে উপস্থিত রয়েছেন। শেষ পর্যন্ত একদা এ রহস্য ফাঁস হলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বায়তুল্লাহ শরীফ উপস্থিত হয়ে সারা রাত কা'বা শরীফ তাওয়াকে রত থাকতেন এবং সকালে আজমীর শরীফ ফিরে এসে জামাআত সহকারে ফযরের নামায আদায় করতেন।

(ইফতিবাসুল আনওয়ার, ৩৭৩ পৃষ্ঠা সংকলিত)

www.dawateislami.net

হজ্ব কি মিল জায়ে সা' আদত সব্জ গুম্বদ দেখলো,
হাত উঠা কর কর দোয়া খাজা পিয়া খাজা পিয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত যখন মানুষ এ নশ্বর জগত হতে বিদায় নেয়, তখন তার অর্জিত ফায়েদা সমূহ ও ফল সমূহের ধারাবাহিকতা ও শেষ হয়ে যায়। কিন্তু **আল্লাহ্ তাআলার** নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদের ব্যাপারে এর বিপরিত হয়, সে পবিত্র আত্মা সমূহ শুধু নিজ জাহেরী হায়াতে **আল্লাহ্**র সৃষ্টিকে ফায়েদা পৌছাঁয় না এবং তাদের খালি থলেগুলোকে উদ্দেশ্য দ্বারা ভর্তি করে না, বরং তাঁদের সাহায্য ও সহয়োগিতার এ ধারাবাহিকতা ওফাতের পরে ও চালু থাকে। দুঃখী, অসহায়, পেরেশানগ্রস্থ, সন্তানের নেয়ামত প্রত্যাশী, ডাক্তার ও হাকিমদের পক্ষ থেকে চিকিৎসা নেই বলে যাদেরকে জবাব দেয়া হয়েছে এবং গুনাহ ময়লা হতে মুক্তি পাওয়ার আশাকারী অসংখ্য লোক তাদের আস্তানায় আসে এবং নিজের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে থাকে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ হযরত সায়্যিদুনা মুঈনুদ্দীন হাছান সান্জরী চিশতী আজমেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ও **আল্লাহ্ তাআলার** সে সম্মানীত ওলী যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি জাহেরী হায়েতে ছিলেন, **আল্লাহ্**র সৃষ্টিকে উপকার পৌঁছিয়েছেন এবং বর্তমানে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর জাহেরী বিদায় হয়েছে অনেক শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বে ও তাঁর দয়ার দরজা তাঁর ভক্তদের জন্য এভাবে খোলা রয়েছে, আজ ও পর্যন্ত মানুষের অন্তরে তাঁর বাদশাহী দাপট প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তেমনি নুরানী মাজার শরীকে আগন্তুকদের কে **আল্লাহ্ তাআলার** হুকুম আরোগ্য দান করেন এবং তাদের সাহায্য করেন।

ইয়া মুঈনুদ্দীন! আ ও আব মদদ কে ওয়াছতে,
হু করম বদ হাল পর আয় চিশ্তীয়ূকে তাজদার।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২২২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন আরো দুইটি কারামত শুনি। যেমন-

www.dawateislami.net

অভিনব ধন-ভান্ডার

হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর বরকতময় আস্তানায় প্রতিদিন অতটুকু পরিমান মেজনের ব্যবস্থা হতো যে, সমগ্র শহরের গরীব মিসকিনরা আসতো এবং পেট ভরে খেতো। খাদিম যখন খরচের জন্য আসতো তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দরবার হাজির হয়ে আরজ করতো, তখন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ জায়নামাযের পার্শ্ব উঠাতেন, যার নিচে **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ার সম্পদই সম্পদ দেখা যেতো, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ খাদেম কে বলতেন: আজ খাওয়ার খরচের জন্য যতুটুকু টাকার প্রয়োজন, এখান থেকে উঠিয়ে নাও, সুতরাং খাদিম প্রয়োজন মাপিক উঠিয়ে নিতো। (ইকতিবাসুল আনওয়ার, ৩৭৬ পৃষ্ঠা)

ঝুলিয়া ভরতেহো মাঙ্গাতোকি মুঝে ভি হো আতা,
হিচ্ছায়ে জুদু সাখা খাজা পিয়া খাজা পিয়া। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৩৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

খাজার উছিলায় সুস্থতা লাভ

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মাজার হতে অসংখ্য ফয়েজ ও বরকত অর্জন হয়ে মাওলানা বরকত আহমদ সাহেব মরহুম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ যিনি আমাকে পীর ভাই এবং আমার পিতার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ শাগরিদ ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন: আমি নিজের চোখে দেখেছি যে, এক অমুসলিম যার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ফোঁড়া ছিল, **আল্লাহ্ তাআলাই** ভালো জানেন কি পরিমাণ ফোঁড়া ছিলো। ঠিক দুপুরে আসতো এবং দরগাহ শরীফের সামনে উত্তপ্ত কংকর ও পাথরের উপর হামাগুড়ি দিতো এবং বলতো: হে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ! যন্ত্রণা হচ্ছে। তৃতীয় দিন দেখলাম যে, সে একেবারে সুস্থ হয়ে গেল।

(মালফুজাতে আ'লা হযরত ৩৮৪ পৃষ্ঠা)

খাজায়ে হিন্দ ওয়াহ দরবারে হে আ'লা তেরা, কভী মাহ্‌রুম নেহী মাঙনে ওয়ালা তেরা।
জো গিয়া আজমীর মে দিলকি মুরাদী পা গায়া, মেরে খাজা কি ছখি দরবার পর লাখো সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রিসালা "ফয়যানে খাজা গরীবে নেওয়াজ" এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাজায়ে খাজেগান হযরত সায়্যিদুনা খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী আজমেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ফয়েজ ও বরকত সমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ার এবং তাঁর জীবনী ও কারামত সম্পর্কীয় আরো অনেক কিছু জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মাদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা "ভয়ানক জাদুকর" এবং "ফয়যানে খাজা গরীবে নেওয়াজ" এর অধ্যয়ন করা অত্যন্ত উপকারী اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ রিসালাগুলোতে খাজা গরীবে নেওয়াজের জীবনী তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه দাতা আলী হাজভীরি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه প্রতি বিশ্বাস, তাঁর সাধারণ জীবন যাপন, প্রতিবেশিদের সাথে উত্তম আচরণ, ক্ষমা করা, **আল্লাহ্‌র** ভয়, মুসলমানদের দোষ গোপন করা, মালফুজাত এবং কারামত কে অত্যন্ত সুন্দর ও সহজ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই আজই উক্ত রিসালাগুলো মাকতাবাতুল মাদীনার স্টল হতে হাদিয়ার বিনিময়ে নিয়ে নিজেই সেগুলো অধ্যয়ন করুন এবং অপরকে ও এর জন্য উৎসাহ দিন। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে সে রিসালাগুলো পড়াও যায়, ডাউনলোড **(Download)** ও করা যায় এবং প্রিন্ট আউট **(Print Out)** ও করা যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সার সংক্ষেপ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমার আত্বায়ে রাসূল বাহারে চিশতের ফুল, হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর কারামত সমূহ শুনার সৌভাগ্য অর্জন করলাম।

তিনি সারা জীবন দ্বীন ইসলামের সম্মান উচুঁ করার চেষ্টায় ছিলেন, সে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এর মত তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বিভিন্ন স্থানে সফর করেছেন, তেমনি সে পথে আগত কষ্ট সমূহকে আনন্দের সাথে সহ্য করেছেন। তাঁর কারামত এবং মর্যাদা ও শান শওকত দেখে অসংখ্য অমুসলিম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং লাখো মানুষের জিন্দেগীতে মাদানী পরিবর্তন ঘটেছে। হাকেস সবজওয়ারের এক জালিম ও অত্যাচারী বাদশা ছিল, কিন্তু কারামতের বরকতে তার সব খারাপ আক্বীদা এবং গুনাহ হতে তাওবা করার সৌভাগ্য অর্জন হলো এমনটি তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাকে আপন খিলাফত দ্বারা ধন্য করলেন। তাঁর একটি কারামত এটা ছিলো যে, যাদুকররা যখন তাঁর মোকাবেলা করতে চাইল তখন তিনি তাদের যাদুর প্রভাবকে ধ্বংস করে দিলেন এবং আয়াতুল কুরছি পড়ে ফুঁক দেওয়া মাটি তাদের উপর নিক্ষেপ করলেন তখন তাদের শরীরে নড়াছড়া করার মত শক্তি ও রইল না বরং তাদের ধর্মীয় নেতা তাঁর কারামত দেখে মুসলমান হয়ে গেলো। **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁকে শতশত মাইল দূরের আওয়াজ শুনার এবং মৃতকে জীবিত করা ছাড়া আরো অনেক কারামত দ্বারা ধন্য করলেন, এ কারণ ছিলো যে, একদা তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর জুতা আগুন নিক্ষেপ করলেন, তখন আগুন সেগুলো জ্বালাতে পারে নি তেমনি তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর কারামতের ভিত্তিতে প্রতিরাত্রে নিজ হুজরা হতে হাজার হাজার দূরে অবস্থিত বাইতুল্লাহ শরীফ গিয়ে রাতভর তাওয়াফে রত থাকতেন এবং ফজরের আগেই ফিরে আসতেন, তাঁর দরবারে ভিক্ষুকদের আনাগোনা থাকত এবং তিনি নিজ জায়নামাযের নিচ থেকে **আল্লাহ্**র দয়ার সম্পদ তাদের নিকট বন্টন করতেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাঁচির সুন্নাত ও আদব

দুটি হাদীস শরীফ: (১) "**আল্লাহ্ তাআলা** হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন।" (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬২২৬) (২) যখন কারো হাঁচি আসে আর সে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে তখন ফিরিশতাগণ رَبُّ الْعٰلَمِيْن বলে। যদি সে رَبُّ الْعٰلَمِيْن বলে, তবে ফিরিশতাগণ বলেন: **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার উপর দয়া করুন। (আল মুজামুল কবীর, ১১তম খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১২২৮৪) (৩) হাঁচি আসলে মাথা নিচু করুন, মুখ ঢেকে রাখুন এবং নিম্ন স্বরে বের করুন, উচ্চ স্বরে হাঁচি দেওয়া বোকামী। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, হাদীস নং- ৬৮৪) (৪) হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা চাই। খাযায়িনুল ইরফান ৩য় পৃষ্ঠায় তাহতাবীর বরাতে লিখেন: হাঁচি আসলে **আল্লাহ্**র প্রশংসা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। উত্তম হচ্ছে; اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن কিংবা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলা। (৫) শ্রবণকারীর উপর তৎক্ষণাৎ يَرْحَمُكَ الله (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার উপর দয়া করুন) বলা ওয়াজিব এবং এতটুকু আওয়াজে বলুন যেন হাঁচিদাতা শুনতে পায়। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা) (৬) উত্তর শুনে হাঁচিদাতা এভাবে বলুন يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন) অথবা এভাবে বলুন يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের হিদায়াত দিন ও তোমাদের পরিশুদ্ধ করুন) (৭) কারো হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলে এবং নিজের জিহবা সকল দাঁতের উপর প্রদক্ষিণ করায়, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দাঁতের রোগ থেকে মুক্ত থাকবে। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা) হযরত শেরে খোদা আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: যে কেউ হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলে তবে কখনো মাড়ি ও কানের ব্যথায় আক্রান্ত হবে না। (মিরকাতুল মাফাতীহ, ৮ম খন্ড, ৪৯৯ পৃষ্ঠা, ৪৭৩৯ নং হাদীসের পাদটিকা)

www.dawateislami.net

(৯) হাঁচি দাতার উচিত উচ্চ স্বরে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা যাতে অন্যরা শুনে এর উত্তর দেয়। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৮৪ পৃষ্ঠা) (১০) হাঁচির উত্তর একবার দেওয়া ওয়াজিব দ্বিতীয়বার আসলো এবং পুনরায় اَلْحَمْدُ لِلّٰه বললো, তবে পুনরায় উত্তর দেওয়া ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। (আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা) (১১) উত্তর প্রদান তখন ওয়াজিব হবে যখন হাঁচিদাতা اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه না বললে উত্তর প্রদান করতে হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা) (১২) খুতবার সময় কারো হাঁচি আসলে শ্রবণকারী উত্তর দিবেন না। (ফতোওয়ায়ে কাজীখান, ২য় খন্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা) (১৩) কয়েকজন ইসলামী ভাই উপস্থিত থাকলে তন্মধ্যে কিছু ইসলামী ভাই উত্তর দিলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। তবে উত্তম হচ্ছে; সবাই উত্তর দেয়া। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৮৪ পৃষ্ঠা) দেয়ালের পিছনে কারো হাঁচি আসলে আর সে যদি اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে তবে শ্রবণকারী এর উত্তর প্রদান করবে। (প্রাগুক্ত) (১৫) নামাযে হাঁচি আসলে চুপ থাকবে আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে ফেললেও নামাযে অসুবিধা হবে না আর যদি ঐ সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰه না বলে তবে নামায সমাপ্ত করে বলবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা) (১৬) আপনি নামায পড়ছেন এমতাবস্থায় কারো হাঁচি আসলো, আর আপনি জবাব দেওয়ার নিয়্যতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে ফেললেন তবে আপনার নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা) (১৭) কোন কাফিরের হাঁচি আসলো আর সে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলল তবে এর উত্তরে يَهْدِيْكَ اللهُ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে হিদায়াত দান করুক) বলা যাবে। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পা করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

www.dawateislami.net

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন তিনি চলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net